শেখ রাসেল দিবস ২০২৩

১৮ অক্টোবর

শেখ রাসেল দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয়

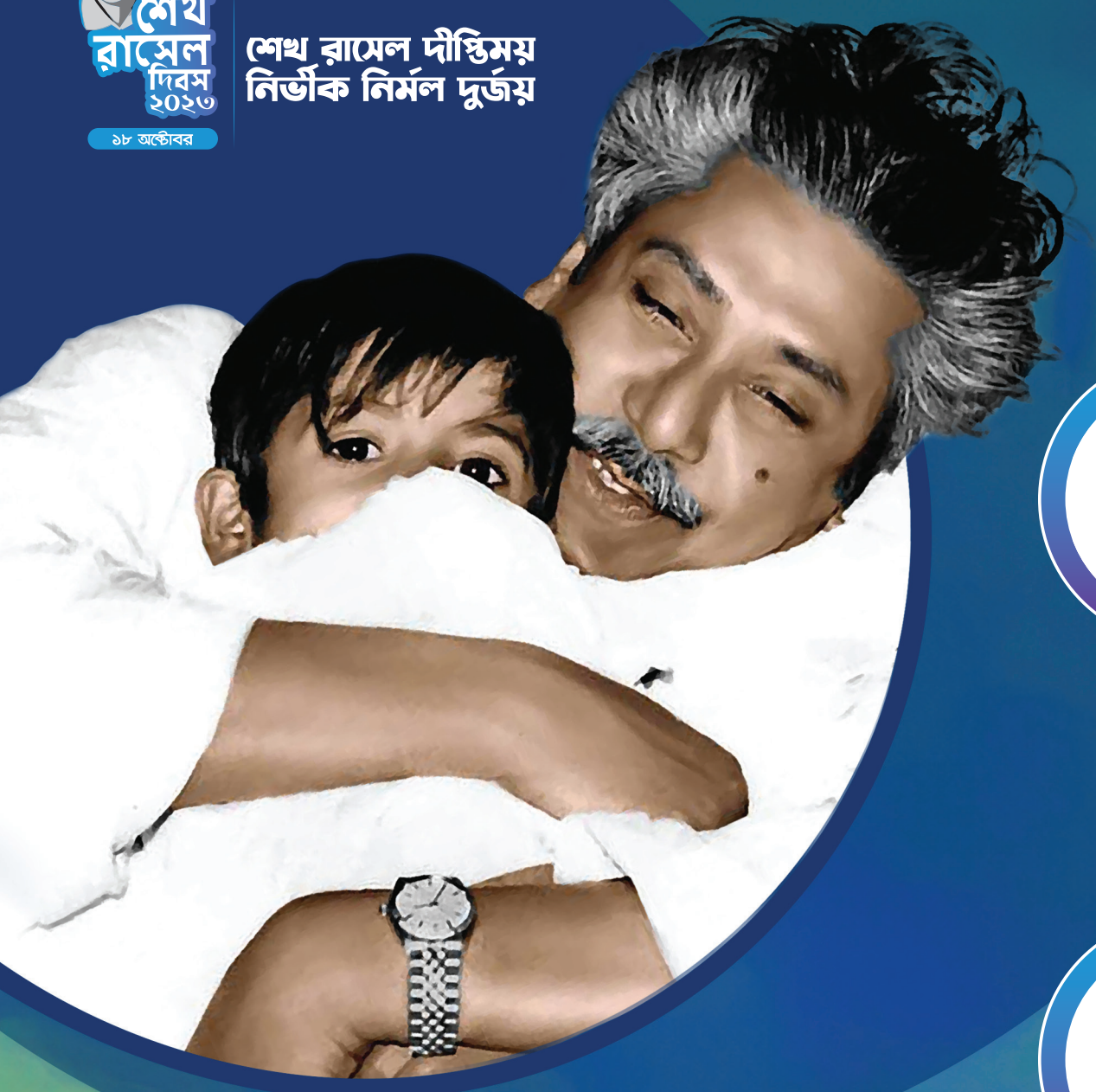

"আদর্শ বাবার আদর্শ সন্তান রাসেল ছিলেন একজন সহজ-সরল ও মিশুক প্রকৃতির কোমলমতি শিশু। বাবা জাতির পিতা হলেও তাঁর কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় তা কখনো প্রতিফলিত হতো না। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই তিনি আপন করে নিতেন। রাজনৈতিক কারণে বঙ্গবন্ধুকে জীবনের দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়েছে কারাগারে। এজন্য শিশু রাসেল পিতার কাঙ্ক্ষিত সান্নিধ্য ও আদর যত্ন থেকে অনেকখানিই বঞ্চিত হয়েছেন। শেখ রাসেল বেঁচে থাকলে হয়তো আজ দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করতেন ও নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী চক্র দশ বছরের ছোট্ট শিশু রাসেলকেও রেহাই দেয়নি, কুলাঙ্গার ঘাতকদল তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। রাসেল আজ আমাদের মাঝে না থাকলেও তিনি বিশ্বে অধিকার বঞ্চিত শিশুদের প্রতীক হিসাবে বেঁচে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।"

মোঃ সাহাবুদ্দিন
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

"বন্দিখানায় থাকতে আব্বার কোনো খবরই আমরা জানি না। কোথায় আছেন, কেমন আছেন কিছুই জানি না। প্রথমদিকে রাসেল আব্বার জন্য খুব কান্নাকাটি করত। তার ওপর আদরের কামাল ভাইকে পাচ্ছে না, সেটাও ওর জন্য কষ্টকর। মনের কষ্ট কীভাবে চেপে রাখবে আর কীভাবেই বা ব্যক্ত করবে। চোখের কোণে সব সময় পানি। যদি জিজ্ঞাসা করতাম, 'কি হয়েছে রাসেল?' বলত 'চোখে ময়লা'। ওই ছোট্ট বয়সে সে চেষ্টা করত মনের কষ্ট লুকাতে। মাঝে মধ্যে রমার কাছে বলত। রমা ছোট থেকেই আমাদের বাসায় থাকত, ওর সাথে খেলত। পারিবারিকভাবে ওদের বংশ পরম্পরায় আমাদের বাড়িতে বিভিন্ন কাজ করত। ওকে মাঝে মধ্যে দুঃখের কথা বলত। ওর চোখে পানি দেখলে যদি জিজ্ঞেস করতাম, বলত চোখে যেন কী হয়েছে। অবাক লাগত, এটুকু একটা শিশু কীভাবে নিজের কষ্ট লুকাতে শিখল।"

সূত্র: আমাদের ছোট রাসেল সোনা, (পৃষ্ঠা: ২৭-২৮)

শেখ হাসিনা এমপি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"জেল গেটে যখন উপস্থিত হলাম ছোট ছেলেটা আজ আর বাইরে এসে দাঁড়াইয়া নাই দেখে একটু আশ্চর্যই হলাম। আমি যখন রুমের ভিতর যেয়ে ওকে কোলে করলাম আমার গলা ধরে 'আব্বা' 'আব্বা' করে কয়েকবার ডাক দিয়ে ওর মার কোলে যেয়ে 'আব্বা' 'আব্বা' করে ডাকতে শুরু করল। ওর মাকে 'আব্বা' বলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি?' ওর মা বলল,"বাড়িতে 'আব্বা' 'আব্বা' করে কাঁদে তাই ওকে বলেছি আমাকে 'আব্বা' বলে ডাকতে।" রাসেল 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকতে লাগল। যেই আমি জবাব দেই সেই ওর মার গলা ধরে বলে, 'তুমি আমার আব্বা।' আমার উপর অভিমান করেছে বলে মনে হয়। এখন আর বিদায়ের সময় আমাকে নিয়ে যেতে চায় না।"

সূত্র: কারাগারের রোজনামচা, (পৃষ্ঠা: ২২১)

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"পৃথিবীর আর একটি শিশুরও যেনো এমন নির্মম মৃত্যু না হয়। নিরাপদে বেড়ে উঠুক দেশের প্রতিটি শিশু। রাসেলের রক্তস্নাত স্মৃতির বেদীতে গড়ে উঠুক একটি মানবিক বিশ্ব। শিশুদের প্রতি সহিংসতা রোধে প্রতিবছর ১৮ অক্টোবর 'শেখ রাসেল দিবস' পালন করছে বাংলাদেশ।"

সজীব ওয়াজেদ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

"শেখ রাসেল ছিলেন প্রাণচঞ্চল, বন্ধুবৎসল ও মানবিক। নিষ্পাপ ও নির্মল শেখ রাসেল আমাদের শিশু-কিশোরদের কাছে অনুপ্রেরণার নাম। দশ বছর বয়সেই তাঁর নেতৃত্বগুণ, সহনশীলতা ও ধৈর্যের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই।"

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি
প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

"১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কালো অধ্যায় আজও আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। নিষ্ঠুর ঘাতকদের হাত থেকে সেদিন রক্ষা মেলেনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের। মা, বাবা, দুই ভাই ও স্বজনদের লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে রাসেলকে স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা। কেড়ে নেওয়া হয় মাত্র দশ বছরের প্রতিভাবান বুদ্ধিদীপ্ত মায়াবী মুখখানি। নির্দয় ঘাতক দলের এতটুকু করুণা হয়নি। রাজনীতির কিছু না বুঝলেও অনন্য উদ্দীপনা ছিল তাঁর শিশু চরিত্রের লক্ষণীয় বিষয়। শেখ রাসেলের মৃত্যুতে আমরা এক অসম্ভব প্রতিভাবান শিশুকে হারিয়েছি। শেখ রাসেল আমাদের কাছে আবেগ ও ভালবাসার এক নাম।"

এ কে এম রহমতুল্লাহ এমপি
সভাপতি
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

"শেখ রাসেলের ধমনীতে প্রবাহমান ছিল নমনীয়তা ও ভদ্রতা, মানবতা এবং মমত্ববোধ। ফলে খুব দ্রুতই অন্য শিশুরা তার প্রতি আকৃষ্ট হতো। মাত্র দশ বছরে শেখ রাসেলের ব্যক্তিত্ব, মানবতাবোধ, উপস্থিত বুদ্ধি ও নেতৃত্বগুণের যে প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের সকল শিশুর জন্য অনুসরণযোগ্য। তাঁর এসব গুণ ছড়িয়ে পড়লে আগামীর প্রজন্ম হবে বুদ্ধিদীপ্ত ও মানবিক। বিশ্ব পাবে একটি সুন্দর ও মেধাবী ভবিষ্যৎ।"

মোঃ সামসুল আরেফিন
সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১৯৬৪

'রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিল ভীষণ উৎকণ্ঠার। আমি, কামাল, জামাল, রেহানা ও খোকা কাকা বাসায়। বড় ফুফু ও মেজ ফুফু মার সাথে। একজন ডাক্তার এবং নার্সও এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না। জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায় আবার জেগে ওঠে। আমরাও ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমন বার্তা শোনার অপেক্ষায়। মেজ ফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলেন আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখব। ফুফু বললেন তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এল। বড় ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথা ভরা ঘন কালো চুল।'

সূত্র: শেখ হাসিনা, 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' (পৃষ্ঠা: ১১)

১৯৬৬

কারাগারে দেখা করার সময় রাসেল কিছুতেই তাঁর বাবাকে রেখে আসবে না। এ কারণে তাঁর মন খারাপ থাকতো। কারাগারের রোজনামচায় ১৯৬৬ সালের ১৫ জুনের দিনলিপিতে রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "১৮ মাসের রাসেল জেল অফিসে এসে একটুও হাসে না- যে পর্যন্ত আমাকে না দেখে। দেখলাম দূর থেকে পূর্বের মতোই 'আব্বা আব্বা' বলে চিৎকার করছে। জেল গেট দিয়ে একটা মাল বোঝাই ট্রাক ঢুকেছিল। আমি তাই জানালায় দাঁড়াইয়া ওকে আদর করলাম। একটু পরেই ভিতরে যেতেই রাসেল আমার গলা ধরে হেসে দিল। ওরা বলল আমি না আসা পর্যন্ত শুধু জানালার দিকে চেয়ে থাকে, বলে 'আব্বার বাড়ি'। এখন ধারণা হয়েছে এটা ওর আব্বার বাড়ি। যাবার সময় হলে ওকে ফাঁকি দিতে হয়।"

সূত্র: 'কারাগারের রোজনামচা' (পৃষ্ঠা: ৯৩)

১৯৬৯

১৯৬৯ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি প্রায় তিন বছর পর আব্বা গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যখন মুক্তি পান, তখন রাসেলের বয়স চার বছর পার হয়েছে। কিন্তু ভীষণ রোগা হয়ে গিয়েছিল বলে আরো ছোট্ট দেখাত।

ওর মধ্যে আর একটি জিনিস আমরা লক্ষ করলাম। খেলার ফাঁকে ফাঁকে কিছুক্ষণ পরপরই আব্বাকে দেখে আসত। আব্বা নিচে অফিস করতেন। আমরা তখন দোতলায় উঠে গেছি। ও সারাদিন নিচে খেলা করত। আর কিছুক্ষণ পরপরই আব্বাকে দেখতে যেত। মনে মনে বোধহয় ভয় পেত যে, আব্বাকে বুঝি আবার হারায়।

সূত্র: শেখ হাসিনা, 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' (পৃষ্ঠা: ২৫)

১৯৭১

১৯৭১ সালে রাসেল তাঁর মা ও দুই আপাসহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ধানমণ্ডি ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন। পিতা বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি এবং বড় দুই ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামাল চলে গেছেন মুক্তিযুদ্ধে। মা ও আপাসহ পরিবারের সদস্যরা ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর মুক্ত হন। রাসেল 'জয় বাংলা' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বাইরে তখন চলছে বিজয়-উৎসব।

সূত্র: কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) অশোক কুমার তারা'র ভিডিও সাক্ষাৎকার থেকে অনুদিত।

১৯৭৫

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে দেশি-বিদেশি চক্রান্তে পরিবারের সদস্যদের সাথে শেখ রাসেলকেও হত্যা করা হয়। তখন রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।

ICT DIVISION | DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT

DIGITAL BANGLADESH | BANGLADESH COMPUTER COUNCIL | BANGLADESH HI-TECH PARK AUTHORITY | STARTUP BANGLADESH LIMITED™ | a2i innovate for all